৪৭

ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAR 2 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৮ .....

আধুনিক, বাস্তবমুখী প্রগতিশীল শিক্ষানীতি চাই

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে সামগ্রিক উন্নয়ন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হয়েছে বৈজ্ঞানিক, বাস্তবনির্ভর ও প্রগতিশীল। আর এর ফলেই সামগ্রিক মূল্যবোধের জাগরণসহ দেশ ক্রমাগত হতে পারে কল্যাণমুখী। এ কল্যাণ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরনয় বরং তা সমগ্র দেশের। তাই এই সর্বমানবীয় কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু ও আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা, সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম অত্যাবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমরা এখনো একটি সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম পাইনি। নেই কোনো বাস্তবনির্ভর শিক্ষাক্রম বা জাতীয় শিক্ষানীতি। আর এসবের ফলেই আমাদের হাল আমলের শিক্ষাব্যবস্থার এমন দুরবস্থা। উপরন্তু শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, ছাত্রশিক্ষক রাজনীতি, রাজনৈতিক দলাদলি ও সহিংসতা, পাঠদানে অনীহা ও অনিয়ম, অশিক্ষকসুলভ মনোভাব ও আচরণ, পরীক্ষায় অব্যাহত নকল, নকলে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের সহযোগিতা। উল্লেখ্য সমাজের সচেতন অংশ শিক্ষা ব্যবস্থার এমন করুণ পরিণতির বিষয়ে অবহিত। কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। ফলে বিশ্ব এখন উত্তরোত্তর অগ্রসর হচ্ছে উন্নয়নের দিকে। একই সময়ে আমরা পড়ছি পিছিয়ে। আর এ কারণে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে, সন্দেহ নেই। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুনতে পাচ্ছি, একটি নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করছে। যা প্রশংসার দাবিদার। এই জন্য গঠন করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষা কমিশন।

কমিশনের রিপোর্টটি যেন বাস্তবমুখি ও সময়োপযোগী হয় সে জন্য সরকারের সুদৃষ্টি ও আন্তরিকতা কামনা করছি।

উম্মে রেহানা কাজল
শিক্ষার্থী,
এম সি কলেজ, সিলেট